তারিখ 05 MAR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

দৈনিক

# দুমকিতে শৌচাগারে বস্তাবন্দি প্রাথমিকের শিক্ষা উপকরণ

দুমকি প্রতিনিধি ●

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উদাসীনতায় পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা পরিষদের শৌচাগারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে সরবরাহকৃত শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী লেখার স্লেট, ব্লাকবোর্ড, বই, খাতা, হাজিরা খাতাসহ শিক্ষাসহায়ক বিভিন্ন প্রকার উপকরণ এলোমেলোভাবে ফেলে রাখা হয়েছে। এতে করে উপজেলা পরিষদের কয়েকটি টয়লেট যেন ময়লার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। ক্রমশ উপজেলা পরিষদের সৌন্দর্য বিনষ্ট হচ্ছে। বিশিষ্টজনরা এজন্য দায়ী করছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি এবং ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মনিলাল সিকদারকে। দায়িত্বে গাফিলতি এবং যথাযথ মনিটরিংয়ে অভাবেই এমনটি ঘটছে বলেও একাধিক সূত্র জানিয়েছে। এতে সরকারি মূল্যবান অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এদিকে গত নভেম্বর মাসে উপজেলা পরিষদের ৩২তম মাসিক সভায় রেজুলেশনের মাধ্যমে পাস করে ভুয়া বিল-ভাউচারের মাধ্যমে পরিষদ চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নের জন্য ৮ হাজার ৮শ টাকা, বাথরুম মেরামত বাবদ ১৩ হাজার টাকা, বাথরুমের সকল পাইপ লাইন স্থাপন ও মেরামত বাবদ ১৯ হাজার টাকা এবং বাথরুমের কেরোসিন, ব্লিচিং পাউডার, হারপিক, টি-অ্যালবো, সাবানসহ অন্যান্য উপকরণ ক্রয় বাবদ ৯ হাজার ১৮৬ টাকাসহ সর্বমোট অর্ধ লক্ষাধিক টাকা উত্তোলন করলেও বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, উপজেলা পরিষদের তিনতলার উত্তর সারির পশ্চিম দিকে অবস্থিত শৌচাগারের দরজার সামনেই বাচ্চাদের অসংখ্য লেখার স্লেট, বস্তাবন্দি অনেকগুলো লেখার খাতা, বই, হাজিরা খাতা, ব্লাকবোর্ড তার পাশেই দুইটি বেসিনের ওপর বেশ কিছু স্লেট, সামনের টয়লেটের ভিতরে প্রায় শতাধিক ব্লাকবোর্ড ফেলে রাখা হয়েছে। আরেকটি টয়লেটে বাচ্চাদের কয়েক হাজার লেখার স্লেট ও বই, তার পাশের টয়লেটে কয়েক বস্তা বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার উপকরণ ফেলে রাখা হয়েছে। তার পরের টয়লেটে একই অবস্থা। এ বিষয়ে উপজেলার এক কর্মকর্তা বলেন, শিক্ষার এ উপকরণগুলো প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের, এমতাবস্থায় ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় উপজেলার কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী শৌচাগারটি ব্যবহার করতে পারে না। এ বিষয়ে দুমকি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমি ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশনা দিচ্ছি। অবিলম্বে সরিয়ে নেওয়া হবে।